



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 313 - 320

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

‘আদর্শ হিন্দু-হোটেল’ : ব্যক্তি মানুষের স্বপ্ন ও আদর্শের রূপায়ণ

অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: sanjitben2020@klyuniv.ac.in

 0009-0008-1617-1329

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Adarsha Hindu Hotel,
Bibhutibhushan Bandyopadhyay,
dream, honesty,
women empowerment,
unique business idea.

Abstract

The Novel ‘Adarsha Hindu Hotel’ was author Bivutibhushan Bandyopadhyay’s dream project. This hindu hotel was not established merely for business, but the sole purpose behind this ‘project’ was to serve delicious food in reasonable price and a room for rest to train passengers. Bibhutibhushan often went to a pice hotel located at Ranaghat rail market. His close observation of the business helped him develop the novel's plot. The main character of ‘Adarsha Hindu Hotel’ is Hazari Thakur who is a man of principle. While working at Bechu Chakraborty’s hotel, Hazari Thakur noticed how customers were cheated with stale food which he hated absolutely. He never agreed with this kind of business policies. He aspired to establish his own hotel, where he would not only sell services but also ensure that every customer received value for their investment. So, from the very beginning he decided to run his hotel with utmost honesty. This honesty was also reflected in the advertisement of his hotel where he invited his customers as ‘আসুন! দেখুন! পরীক্ষা করুন!!!’ - Come, Taste & Judge. No fluke, no shortcut, only quality and hard work were his moto. High moral can also be found in other novels of Bibhutibhushan such as ‘Pather Panchali’, ‘Debzan’, ‘Ichhamoti’, ‘Dristiprodip’ etc. Same morality has formed the character of Hazari Thakur in ‘Adarsha Hindu Hotel’. Initially, renowned cook Hazari Thakur intended to establish his pice hotel under his own name. Over time, however, his vision grew, leading him to incorporate the word ‘Adarsha’ into the hotel's title. This word signifies a purpose more to business. ‘Adarsha’ means standard or model as well as a way of life of an individual. Here we identify the change of his mindset which includes ‘customer satisfaction’ along with profit of business. Hazari Thakur observed that there was no place for rest for tired passengers at any pice hotel. That’s why his unique ‘Adarsha Hindu Hotel’ offered tasty food in affordable price and a tiny but cozy place of rest for middle class bengali train-passengers. This novel is a perfect combination of the author’s observation and imagination.

Discussion

আদর্শ, মান্য, স্ট্যান্ডার্ড শব্দগুলির ভার বা ওজন কম নয়। একসময় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নামে আদর্শ শব্দটির প্রয়োগ হতো। বর্তমানে ‘মডেল’ শব্দটি অনেকক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। মডেল স্কুল, মডেল হাসপাতাল, মডেল ফ্ল্যাট। তবে মডেল ফ্ল্যাট আর মডেল স্কুলের ‘মডেল’ শব্দের তাৎপর্য এক নয়। ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে ‘নমুনা’ অর্থে ব্যবহৃত আর স্কুলের ক্ষেত্রে আদর্শ অর্থে ব্যবহৃত। ভাষার ক্ষেত্রে আদর্শ বা মান্যচলিত বাংলা, স্ট্যান্ডার্ড কলোকেইয়াল বেঙ্গলি, সেখানে মান্যায়নের কিছু গুণাবলি বেঁধে দেওয়া হয়। সেই ভাষায় ভাব যথাযথ প্রকাশ করা যাচ্ছে কিনা, সেই ভাষার শব্দাবলি বা শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ, ধাতুরূপ, বাক্যগঠন, প্রবাদ তথা ব্যাকরণিক কাঠামো যথাযথ কিনা, পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে কিনা ইত্যাদি। এই আদর্শ তথা মান্যতার মাপকাঠি একদিনে নির্মিত হয়নি। বহু অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতার ফসল এই আদর্শ রূপ। রীতিমত বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা এই আদর্শের মাপকাঠি নির্মিত হয়ে থাকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের নামকরণ করেছেন ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’। এটা বলা যেতে পারে লেখকের একটা ড্রিম প্রজেক্ট। ‘আদর্শ’ হিন্দু হোটেল নিজের হাতে গড়ে তুলবেন। স্ট্যান্ডার্ড, মান্য হোটেলের বিশেষত্ব কেমন থাকা উচিত তা দেখাবেন এই উপন্যাসে।

এই আদর্শ হিন্দু হোটেল রানাঘাট রেল বাজারে অবস্থিত। রানাঘাট রেল স্টেশনের এক নাম্বার প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ালে রাস্তার ওপারে দু-তলায় এখনও জ্বলজ্বল করছে। এখন যিনি হোটেলের দায়িত্বে রয়েছেন তার সঙ্গে কথোপকথনে জানা যায়, তার পিতৃদেব এই হোটেলটি গড়ে তোলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটশিলা থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝেই রেলবাজারের হোটলে খেতেন, বিশ্রাম করতেন, তারই অভিজ্ঞতার ফসল এই উপন্যাস। তবে বর্তমানে হোটেলের মালিকের পিতৃদেব ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ উপন্যাসের নাট্যাভিনয় স্বচক্ষে দেখে তার হোটেলের এরূপ নামকরণ করেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে হোটলে খেতেন সেই হোটেল আর এই হোটেল এক নয়। সেই হোটেল ছিল বাজারের আরেকটু ভেতরে। আমাদের বিস্ময় জাগে লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখে। একজন খন্দের হয়ে প্রত্যক্ষ করে কীভাবে আদর্শ হিন্দু হোটেল গড়ে তোলা যায় তার পরিকল্পনা করেন। আসলে লেখকের সুউচ্চ জীবনাদর্শ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতেই কোনো না কোনো ভাবে ধরা পড়েছে। পথের পাঁচালী, ইছামতী, দেবযান, দৃষ্টিপ্রদীপ, অপরাজিত সমস্ত উপন্যাসেই এই সুউচ্চ আদর্শের কথা আছে। আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে, কীভাবে আদর্শ হিন্দু হোটেল গড়ে উঠল তার সংগ্রামী ও আদর্শবাদী ইতিহাস পর্যালোচনা। এই হোটেল গড়ে তুলতে কাদের সহযোগিতা, অসহযোগিতা পেয়েছেন তারও ইতিহাস ব্যাখ্যা করা। এই প্রসঙ্গে নারীশক্তি তথা ওম্যান এমপাওয়ারমেন্টের প্রসঙ্গও আসবে। হাজারি ঠাকুর, হাজারি দেবশর্মা, উপাধি চক্রবর্তী, রানাঘাটের রেল বাজারের বেচু চক্কোত্তির হোটলে রান্নার কাজ করত। রানাঘাটের আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু হোটেল। কয়েক বছরের মধ্যে রানাঘাট রেল বাজারের অসম্ভব উন্নতি ঘটলে বেচু চক্কোত্তির হোটেলেরও অবস্থার উন্নতি হয়। লেখক পুঞ্জানুপুঞ্জ ভাবে হোটেলের অন্দরমহলের বিবরণ দিয়েছেন। হোটেলের অন্তর্ভিন্যাস, রান্নার বাজার করা থেকে রান্নার আয়োজন, পরিবেশন, দুই ধরনের খন্দেরের জন্য দুই রকম টিকিটের ব্যবস্থা, স্টেশনে ট্রেন এলে খন্দের ধরে আনা, হিসাব রাখা, এই হোটেলের সঙ্গে কর্মরত প্রত্যেকের মনস্তত্ত্ব ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতকে নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। হাজারি ঠাকুর একজন সৎ, আদর্শবান, দয়াবান, স্বপ্নসন্ধানী এবং মানবদরদি মানুষ। এই হোটলেই বিভিন্ন চরিত্রের অসততা সে প্রত্যক্ষ করেছে যা দীর্ঘমেয়াদী হোটেল পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ, এসব পর্যবেক্ষণ করেই হাজারির আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু হোটেল থেকে আদর্শ হিন্দু হোটেল গড়ে তোলার স্বপ্ন—

“এই রেল বাজারেই সে হোটেল খুলিবে। তাহার নিজের হোটেল। ফাঁকি যাহাকে বলে, তাহার মধ্যে থাকিবে না। খন্দের যে জিনিসের অর্ডার দেবে তাহার মধ্যে চুরি সে করিবে না। খন্দের সন্তুষ্ট করিয়া ব্যবসা। নিজের হাতে রাখিবে, খাওয়াইয়া সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবে। চুরি-জুয়াচুরির মধ্যে সে নাই।”

এই স্বপ্ন সে হোটলে কর্মরত অবস্থায় দেখে না, দেখে চূর্ণী নদীর ধারে ঠাকুর বাড়িতে কিংবা রাধাবল্লভ তলায় নাটমন্দিরে বসে একা একা কাটানোর সময়।

অধ্যাপিকা, সুলেখিকা রুশতী সেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় সমকালীন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট, জীবিকা সংকট এবং বিভূতিভূষণের জীবিকার সংকট বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই উপন্যাসে তার নিদর্শন পাওয়া যায় হাজারির মাধ্যমে। হাজারির কথায়—

“গরীব লোক, এ বাজারে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া যাইবেই বা কোথায়?”^২

তাই প্রথম থেকে ৭ (সাত) টাকা মাসের চাকরিতেই পদ্ম বিার মুখ ঝামটা শুনেও থেকে যেতে হয় কাজে। তখনই সে স্বপ্ন বোনে নিজে একটা হোটেল খুলবে। হোটেলের বাইরে লেখা থাকবে—

“হাজারি চক্রবর্তীর হিন্দু-হোটেল

রাণাঘাট

ভদ্রলোকদের সস্তায় আহার ও বিশ্রামের স্থান।

আসুন! দেখুন! পরীক্ষা করুন!!!”^৩

স্বপ্নবিলাসী মানুষটির মনোদর্পণে দৃশ্যায়িত হয় কর্তার মতো তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে টিকিট বিক্রি করবে। রাঁধুনী বামুন-ঝি ‘বাবু’ বলে ডাকবে তাকে। পরবর্তীতে হাজারির দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পরিবর্তন ঘটে। তিনি আদি-অকৃত্রিম, হাজারি চক্রবর্তীর হিন্দু হোটেল— এই নামে নয়, আদর্শ হিন্দু হোটেল গড়ে তুলতে চান। আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় থাকবে কীভাবে এই আদর্শ হিন্দু হোটেল গড়ে তুললেন। প্রসঙ্গক্রমে থাকবে আদর্শ হিন্দু হোটেল গড়ে তোলার উদ্দেশ্য কী, কাদের সহযোগিতায় কীভাবে গড়ে তুললেন এই আদর্শ হিন্দু হোটেল, তার বিস্তার, প্রসারের আখ্যান।

বেচু চক্কোত্তির হোটেলের নানান অসঙ্গতি, অনিয়ম, অসততা হাজারি দেখেছেন, খুব কাছ থেকে, দরদ দিয়ে দেখেছেন। তাই প্রথম থেকেই তার লক্ষ্য ছিল এই হোটেলকে আদর্শ হিন্দু হোটেলের দিকে নিয়ে যাওয়া। হাজারি নিজে বাজারে গিয়ে মাছ তরকারি কিনে আনবে, এই হোটেলের মতো পদ্ম ঝিয়ের উপর সব ভার অর্পণ করবে না। খদ্দেরদের ভালো জিনিস খাইয়ে খুশি করে পয়সা নেবে। এই কয়েক বছরে সে দেখেছেন বুঝেছে—

“লোকে ভাল জিনিস, ভাল রান্না খাইতে পাইলে দু- পয়সা বেশী রেট দিতেও আপত্তি করে না।”^৪

সে এই হোটেলের মতো জুয়াচুরি করবে না, মুসুরি ডালের সঙ্গে কম দামের খেসারি ডাল মিশিয়ে চালাবে না। বাজারের কানা পোকাধরা বেগুন, রেল-চালানি বরফ দেওয়া সস্তা মাছ বেছে বেছে হোটেলের জন্য কিনবে না। এই হোটেলের পদ্ম ঝি-এর নির্দেশে, তদারকিতে হামেশাই এই অনৈতিক ঘটনা ঘটে থাকে। এই হোটেলেরই সে দেখেছে, এখানে খদ্দেরদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত নেই, যারা নিতান্ত বিশ্রাম করতে চায়, কর্তার গদিতে বসে এক আধটা বিড়ি খায় - এরকম বিশ্রামের সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাতে লোকজন বেশি আসবে, অনেকেই খাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নিতে চায়। তাই তার নিজের আদর্শ হিন্দু হোটেলের একটা আলাদা ঘর রাখবে খুচরো খদ্দেরদের বিশ্রামের জন্য। সেখানে তক্তপোশের ওপর সতরঞ্চি ও চাদর পাতা থাকবে, বালিশ থাকবে, তামাক খাবার বন্দোবস্ত থাকবে, অনায়াসে কেউ ঘুমিয়েও নিতে পারে। খাও-দাও, বিশ্রাম করো, তামাক খাও, চলে যাও যে যার গন্তব্যে। এর মধ্যে হাজারির সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নিহিত আছে। আসলে বিভূতিভূষণ ঘাটশিলা থেকে রানাঘাট ফিরে গোপালনগরের ট্রেন ধরার জন্য অনেকটা সময় অপেক্ষা করতেন। কিন্তু যে হোটেলের খাবার খেতেন সেখানেই বিশ্রামের এই ব্যবস্থা ছিল না। তাই তাঁর অবচেতনেই হয়তো আদর্শ রূপ গঠনের পরিকল্পনা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল।

ব্যবসা ভালো করে চালাতে গেলে এসব ব্যবস্থা দরকার। নাহলে রেলগাড়ি আসার সময় ‘আসুন বাবু, ভালো হিন্দু হোটেল’ বলে আর্ত চিৎকার করলেও খদ্দের আসবে না। খদ্দেরদের বিশ্রাম ঘরের পাশাপাশি তাস খেলার ব্যবস্থা থাকবে, বিনা খরচায় পান তামাকের ব্যবস্থা থাকবে। বিভূতিভূষণ নানাস্থান পরিক্রমা করে তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলো বাস্তবায়িত করতে চান। হাজারির এই স্বপ্নকে নির্মাণ করতে হয়েছে। তার রান্নার যে সুখ্যাতি তা তাকে তিলে তিলে অর্জন করতে হয়েছে। দিকে দিকে তার যে সুখ্যাতি মানুষের মুখে মুখে সেজন্য উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত রান্নার কৌশল, পদ্ধতি, তার

শেখার আগ্রহ, গভীর মনোনিবেশ এবং সততা ‘মানক’ হিসাবে কাজ করেছে। হাজারির মা তার খুড়িমার কাছ থেকে পেয়েছিলেন নিরামিষ চচ্চড়ি রান্নার কৌশল, বিদ্যা। সে বিদ্যাই হাজারি তার মায়ের কাছ থেকে পান। নেপালি ধরনের মাংস রান্নার কৌশল হাজারির গ্রামে নেপাল ফেরত ডাক্তার শিবচরণ গাঙ্গুলির স্ত্রীর কাছ থেকে আয়ত্ত করেছিলেন। সঙ্গে ছিল অনমনীয় আদর্শ সংকল্প। আর সেই স্বপ্নপূরণ, প্রকল্পের বাস্তবায়ন দশজনের সঙ্গে মিশে, আড্ডা দিয়ে, গাঁজা খেয়ে বেড়ালে পূর্ণ হবে না। তাকে খাটতে হবে, বাজার বুঝতে হবে, হিসাব রাখা শিখতে হবে, একটা ভালো হোটেল চালানোর যা কিছু সুলুক সন্ধান সব সংগ্রহ করতে হবে। সংসারের উন্নতি করতে হলে, দেশের কাছে বড় মুখ দেখাতে হলে, পরের মুখে নিজের নাম শুনতে হলে চেষ্টা করতে হবে নিরন্তর।

একদিকে নিজেকেও নির্মাণ করতে হচ্ছে, অন্যদিকে বাজার বুঝতে হচ্ছে, খদ্দেরের চাহিদা বুঝতে হচ্ছে। প্রতিযোগিতার কথা ভাবতে হচ্ছে। আবার অবশ্যই আদর্শের কথাও। হাজারি কতগুলি বিষয় ভালো করে শিখেছে। যেমন- বাজার করা হোটেলওয়ালার একটি অত্যন্ত দরকারি ও শক্ত কাজ। ভালো বাজার করার উপর হোটেলের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। ভালো বাজার করা মানেই হল সস্তায় ভালো জিনিস কেনা। ভালো পরিষেবা দেওয়াও হোটেল মালিকের অন্যতম কাজ। একজন গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হয়ত অনেকটা ময়দার লুচি তৈরি করে দেবার আবেদন রাখে। সেই সময়ে এত লুচি করা সম্ভব নয়। এতে লুচি কাঁচা থাকার সম্ভাবনা। দ্রুত কাজ করতে গিয়ে হাজারি কোনভাবেই গুণমানের সঙ্গে আপোষ করে না। কিন্তু পদ্ম বি-এর অন্য স্বার্থ আছে এখানে। উদ্বৃত্ত তেল, ময়দা নিজে আত্মসাৎ করবে। হাজারি ভেবে দেখল, এই জুয়াচুরির জন্য হোটেলের দুর্নাম হয়। খদ্দের পয়সা দেবে, তারা কাঁচা লুচি কেন খাবে? দশ সের ঘিয়ের দাম তাদের কাছ থেকে আদায় হয়েছে, তবে তা থেকে বাঁচানো কেন? তাদের জিনিসটা যাতে ভালো হয় সেদিকেই নজর দিতে হবে। তাই হাজারি স্বপ্ন দেখে নিজের হোটেল খোলার। তাতে ফাঁকি থাকবে না। খদ্দের যে জিনিস অর্ডার দেবে, তার মধ্যে চুরি সে করবে না। খদ্দেরকে সন্তুষ্ট আগে, পরে ব্যবসা। নিজের হাতে রাখবে, খাওয়াবে, সকলকে সন্তুষ্ট রাখবে। চুরি-জুয়াচুরির মধ্যে সে নেই।

যতীশ ভট্টাচার্জ বেচু চক্রান্তির হোটেলের একজন বাঁধা খদ্দের। কিন্তু বর্তমানে কয়েকমাসের খাবারের দাম বাকি রেখেছেন। তাই তাকে আর বেচু চক্রান্তি খাবার খেতে দেবেন না। হাজারির মনে হল লোকটি ক্ষুধার্ত, সকাল থেকে কিছু খায়নি। কিন্তু তার কথায়, অনুনয়ে বেচু চক্রান্তি সাড়া দেননি। তাই অভুক্ত অবস্থায় তাকে চলে যেতে হয়। হাজারি ভাবল—

“আহা, পুরোনো খদ্দের—ওকে এক থালা ভাত দিলে কি ক্ষেতি হত হোটেলের—”^৫

হাজারি যদি কখনও হোটেল করেন, তাহলে কেউ খেতে এলে তাকে ঘোরাবেন না। এতে তার হোটেল থাক আর যাক। হাজারি লক্ষ করেছে, ঠাকুরে ঠাকুরে ষড়যন্ত্র করে টিকিটবিহীন বাইরের লোককে খাইয়ে দিতে পারে। এতে ধরার উপায় থাকে না। হাজারি ভাবে, খালায় যদি নম্বর দেওয়া থাকে তবে খালা এঁটো হলেই ধরা পড়বে অমুক নম্বরের খালার খদ্দের বিনা টিকিটে খাচ্ছে। হাজারির গভীর পর্যবেক্ষণী যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

“এই জুয়াচুরিগুলো হাজারি পছন্দ করে না।”^৬

পদ্ম বি-এর নেতৃত্বে এই হোটেলের অনেক কর্মচারী খদ্দেরদের রীতিমত ঠাকায়, প্রবঞ্চিত করে। খদ্দেররা টিকিট কাটে, খেতে বসে, কিন্তু খাবার সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বলে দেওয়া হয় ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। এতে গরীব, সাধারণ মানুষ না খতিয়ে দেখেই অর্ধেক খাবার খেয়ে উঠে পড়ে। এতে হোটেলের খাবার বেঁচে যায়। হাজারির কাছে এটা জুয়াচুরি বলেই মনে হয়েছে। রেল বাজারের সব হোটলেই হাজারি এটা প্রত্যক্ষ করেছে। তাই হাজারির প্রতিশ্রুতি—

“ব্যবসাতে লাভ করিবার জন্য এইসব হীন ও নীচ কৌশল সে অবলম্বন করিবে না। ন্যায্য পয়সা লইবে, ন্যায্যমত পেট ভরিয়া খাইতে দিবে।”^৭

এইসব নিরীহ পল্লিবাসী রেলযাত্রীদের কোনভাবেই প্রবঞ্চিত করতে চান না তিনি। ফাঁকি দেওয়া যায় না এই হাটুরে খরিদারদের। আমরা আগেই বলেছি হাজারির মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন একটি মন আছে, সততা আছে, আদর্শ আছে। যদিও

হোটেলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তবু আদর্শ হিন্দু হোটেল পত্তনের দিক থেকে এর গুরুত্ব আছে এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। বংশীর ভাগ্নে নরেনের সঙ্গে হাজারি তার মেয়ের বিবাহের স্বপ্ন দেখে। যেখানে নরেন তার আদর্শ হিন্দু হোটেলের ম্যানেজার হয়ে বসবে। পরবর্তীতে আমরা তাই দেখেছি।

হাজারি আদর্শ হিন্দু হোটেল খুলবেন, নিজের নামে। এবং খুললেনও। রেল বাজারের গোপাল ঘোষের তামাকের দোকানের পাশের দোকানটিতে নতুন হোটেল খুললেন। টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছে—

“আদর্শ হিন্দু-হোটেল

হাজারি ঠাকুর নিজের হাতে রান্না করিয়া থাকেন।

ভাত, ডাল, মাছ, মাংস সব রকম প্রস্তুত থাকে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সস্তা।

আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!!”^৮

প্রথমে ছিল বেচু চক্কত্তির আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু হোটেল, হাজারি স্বপ্ন দেখেলেন তার নিজের নামে হাজারি চক্রবর্তীর হিন্দু হোটেল, আর বাস্তবায়িত হবার পর নাম হল ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’। রান্নার ক্ষেত্রে হাজারি হয়ে উঠলেন একটি পেটেন্ট। তাই হাজারি নিজের হাতে রান্না করে থাকে— এমন বিজ্ঞাপন যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। দূর দূরান্ত থেকে তার হাতের রান্নাই মানুষ খেতে আসে। এই আদর্শ তাকে তিলে তিলে গড়ে তুলতে হয়েছে। বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত ‘হাজারি ঠাকুর নিজের হাতে রান্না করিয়া থাকেন।’ উপন্যাসের আখ্যানে দেখেছি শুধু হাজারি ঠাকুরের হাতের রান্না খাবারের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে খাদ্যরসিকরা আসতেন। সেই হাজারি ঠাকুর হোটেল খুলেছেন এতদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাকে কম গঞ্জনা সহ্যে হয়নি। তাকে চুরির অপবাদ দেওয়া হয়েছে, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছে, তার নিজস্ব মত, ইচ্ছাপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে কটু কথা শুনতে হয়েছে। আর সেখান থেকেই হাজারির স্বপ্নের জন্ম। নিজের বৃত্তের মানুষ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, মত বা ইচ্ছার স্বীকৃতি, যে বৈষম্য তিনি দেখে এসেছেন তা দূরীকরণের জন্যই এই হোটেল গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। আগে দেখে এসেছেন খন্দের খেতে বসে গেছেন অথচ তখনও রান্না হয়নি সবকিছু, খন্দেরকে টাকা নিয়েও খাবার না দিয়ে যে প্রবঞ্চনা করা হয়েছে তা থেকে শিক্ষা নিয়েই তার নিজস্ব হোটেলের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে— ‘ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, সবরকম প্রস্তুত থাকে।’ খন্দেরের সময়, ট্রেন ধরার তাগিদ, প্রাপ্য খাবার পাওয়ার দিকগুলিও নজর দেওয়া হয়েছে। এখানে এসে অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। খাবারের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। হাজারি সেটা অন্য হোটেলেও দেখেছে। তাই নিজের হোটেলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে গুরুত্ব দিয়েছে হাজারি। আরেকটি বিষয়েও গুরুত্ব দিয়েছে— খাবার তুলনায় সস্তা। অন্যান্য হোটেল থেকে তার হোটেলের খাবার পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সস্তা। আর বিজ্ঞাপনে যা লেখা হয়েছে তা সঠিক কিনা তাও যাচাই করে দেখার কথা বলা হয়েছে। এসে দেখে পরীক্ষা করার সুযোগ রয়েছে। আদর্শ হিন্দু হোটেল পত্তনের ক্ষেত্রে অনেক দিকে নজর দিয়েছেন হাজারি।

হাজারির নিজের নামে হোটেল পত্তনের ক্ষেত্রে অর্থের দিকটি বিবেচ্য। হাজারির মাসিক বেতন মাত্র সাত টাকা। বেচু চক্কত্তির হোটলে আগমন থেকে শেষদিন পর্যন্ত একই বেতন। এই বেতনেই তার স্ত্রী ও কন্যার ভরণ পোষণ, অন্যান্য যাবতীয় খরচ হয়। তাহলে হোটেল করার জন্য যে অন্তত দুশো টাকা প্রয়োজন তা সংগ্রহ করবেন কীভাবে। প্রথামাফিক চিন্তা সূত্রের বাইরে গিয়ে ভেবেছেন হাজারি। রক্তের সম্পর্ক নয় এমন তিনজন নারী [তাদের বয়স বেশি নয়, সদ্য বিবাহের পর বিধবা কুসুম, সদ্য বিবাহিতা নতুন পাড়ার বউটি— সুবাসিনী এবং তার মেয়ের বাফবী প্রতিবেশী অতসী] তাকে অর্থ সাহায্য করেছে। হাজারি তাদেরকে কন্যাসম জ্ঞান করে, তারাও হাজারিকে বাবার মতোই শ্রদ্ধা করে। তিনজন নারীই অর্থ সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্টই সচেতন, সজাগ তাদের দৃষ্টি। কুসুমের কাছে হোটেল খোলার পরিকল্পনার কথা জানালে কুসুম তার গহনা বিক্রি করে দুশো টাকা দেবার কথা বলেছে—

“আপনি তাই নিয়ে হোটেল খুলুন। আপনার রান্নার সুখ্যাতি দেশ জুড়ে। হোটেল খুললে দেখবেন কেমন পসার জমে— এই রাণাঘাটেই খুলুন, ওই চক্কত্তির হোটেলের পাশেই খুলুন। মেয়ের পরামর্শ শুনুন জ্যাঠামশায় – আপনার উন্নতি হবে – কোথায় যাবেন এ বয়সে পরের চাকরী করতে।”^৯

সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শ দান – এই গ্রাম্য বিধবা বধুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়কে উন্মোচিত করে। পাশাপাশি এও বলেছে কুসুম—

“শুধু আপনার ভালোর জন্যেই বলচি তা ভাববেন না জ্যাঠামশায়। আমারও স্বার্থ আছে। আমার টাকাগুলো আপনার হাতে খাটলে তা থেকে দু’পয়সা আমিও পাবো তো। গরীব মেয়ের একটা উপকার করলেনই বা?”^{১০}

আমরা জানি হাজারির আদর্শ হিন্দু হোটেল গড়ে ওঠার পর হোটেলের একটা অংশীদার হয়েছে কুসুম। প্রতিমাসে লাভের অংশ স্বরূপ সে ত্রিশ বত্রিশ টাকা পায়। নারী যে স্বনির্ভর হচ্ছে, ব্যবসায়ী মানসিকতায় অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল হয়ে উঠেছে, লেখকের সেদিক থেকে প্রশংসা পাবার যোগ্য। হোটেল করবেন শোনার পর নতুন পাড়ার সেই কমবয়সি বউটি অর্থাৎ সুবাসিনীও টাকা ধার দিতে চেয়েছে। সরাসরিই প্রশ্ন—

“আমি আপনাকে টাকা ধার দিচ্ছি, আপনি সুদ দেবেন কত করে বলুন?”^{১১}

সুবাসিনী এই টাকা পেয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে। টাকা এমনি এমনি রেখে দিলে কোন লভ্যাংশ আসবে না। বরং হোটেল ব্যবসায় ‘ইনভেস্ট’ করলে তার লভ্যাংশ আসবে। প্রয়োজনে বন্ডে সহ করে সুদের হার নির্ধারণ করে টাকা দেওয়া হয়েছে। হাজারির গ্রামের অনেকটা জমিদার বংশীয় অতসীও দুশো টাকা হোটেল করার জন্য দিয়েছে। তিনজনই টাকা দিয়েছে স্বেচ্ছায়। হাজারিকে তারা পিতার মতোই বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চায় তারা। অথচ তাদের টাকাগুলি এই মুহূর্তে যে প্রয়োজন তেমনও নয়। হাজারিও তাদেরকে নিজের মেয়ের মতো, নিজের মেয়ে বলেই ভাবে, একটি দুটি নয়, চার চারটি মেয়ে তার। তার নিজের মেয়ে টেপি তথা আশালতা, বন্ধুর বিধবা কন্যা কুসুম, গ্রাম সম্পর্কীয় আত্মীয়া সুবাসিনী, মেয়ের বন্ধু অতসী। হাজারির নিজের বক্তব্যে —

“এ পর্যন্ত তিনটি মেয়ে তাহার জীবনে আসিল, যাহারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তাকে উচ্চাশার পথে ঠেলিয়া দিতে চাহিয়াছে – তিনজনেই সমান সরলা, তিনজনেই অনাত্মীয়া - তবে অতসী জমিদার বাড়ির সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে, সে যে এতখানি টান টানিবে ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ধরনের আশ্চর্য ঘটনা।”^{১২}

হাজারিকে অতসী টাকা দিতে চায় শুধু হোটেল খোলার জন্য নয়, এতে হাজারির অবস্থার পরিবর্তন হবে, টেপিকে ভালোভাবে বিয়ে দিতে পারবে, তার পরিবারের অবস্থা ফিরবে। এজন্য আমরা দেখেছি, বেচু চক্কোত্তির যে হোটেল সেখানেও পয়সা দিয়েছে পদ্ম’ঝি। হাজারি রান্না শিখেছে তার মায়ের কাছ থেকে, নেপাল ফেরত বন্ধু পত্নীর কাছ থেকে। তাই পদ্ম’ঝির মতো চরিত্র তাকে বারবার অপমান করলেও কটু কথা বললেও তার আদ্যপান্ত বিবরণ শুনে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছেন। পদ্মকে নিজের হোটলে আবার আগের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। স্ত্রী কন্যা থেকে অন্য তিনজন নারীর প্রতি ক্ষণ মুহূর্তের জন্য তাদের শ্রদ্ধার- বিশ্বাসের জয়গা থেকে চ্যুত হননি। আসলে তিনি সেবাকেই পরম ধর্ম হিসাবে জ্ঞান করেছেন। তাই খন্দের থেকে শুরু করে প্রতিটি মানুষকে ভালবেসেছেন, তাদের যথার্থ পরিষেবা দিয়েছেন। বেচু চক্কোত্তিকে নিজের হোটলে ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। শুধু ব্যবসা নয়, পয়সা উপার্জন নয়, জীব সেবাই হাজারির কাছে দেব সেবা। ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ গড়ে তুলতে গিয়ে আদর্শ থেকে [উন্নত জীবনাদর্শ] সরে আসেননি। সততায় অটল থেকেছেন, লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। আর সেক্ষেত্রে এই তিনজন নারী চরিত্রের অর্থ প্রদান তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সহায়ক হয়েছে।

ওম্যান এমপাওয়ারমেন্ট-এর ক্ষেত্রে নারীর সমাজ কল্যাণে অংশগ্রহণ প্রয়োজন ছিল। বাঙালি নারী শুধু সংসারের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ থেকেই জীবন অতিবাহিত করতে চায় না। তারা চায় সমাজের মূল স্রোতে বিনিয়োগ করতে। আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হতে। এই স্বীকৃতি প্রয়োজন ছিল। তাই হাজারি যখন কুসুমের উদ্দেশে বলে—

“তোমারও তো হোটেল কুসুম-মা—তুমি এর অংশীদারও বটে, মহাজনও বটে। নিজের জিনিস ভালো করে দেখো শোনো। কি হচ্ছে না হচ্ছে তদারক করো...”^{১৩}

এককথায় কুসুম খুশি হয়, মুখে আহ্লাদের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

“এ একটা নতুন জিনিস তাহার জীবনে।”^{১৪}

অতসীর বিয়ের তিন বছর পর অতসী বিধবা হয়। হাজারি তার বৈধব্য দশা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সেই অতসীও বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি থেকে যে অর্থ, সম্পত্তি পেয়েছে তা দিয়ে গ্রামে কিছু করতে চায় যাতে সাধারণের উপকার হয়। তার মতে—

“পাঁচজনের উপকারের জন্যে খরচ করেই সুখ।”^{১৫}

এক আদর্শ হিন্দু হোটেলকে সামনে রেখে অনেকগুলি পরিবার, মানুষ সামাজিক পরিচয়ে, সুস্থ জীবনে বাঁচার রসদ পেল। বংশী, তার ভাগ্নে নরেন, কুসুম, সুবাসিনী, বেহু চক্কোত্তি, হাজারির নিজের পরিবার সকলেই এই আওতায় এসেছে। এই ভালো, সৎ, আদর্শবান, স্বপ্নসন্ধানী মানুষটির সোনার কাঠির সংস্পর্শে সবাই যেন পাল্টে গেল, পরিবর্তিত হল অনেকগুলি মানুষের জীবনাদর্শ। পদ্মবির মত মুখরা নারীও শেষ পর্যন্ত হাজারির পদতলে প্রণত হয়। হাজারির রান্নার খবর সারা বাংলা জুড়ে সঞ্চারিত হয়। রেলবাবুরা রেলস্টেশনে হাজারিকে হোটেল খোলার অনুমতি দেয়। রেল মারফৎ মানুষের মুখে মুখে বহুদূর তার সুনাম পৌঁছায়। অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব আসে হাজারির কাছে। জি. আই. পি রেলের সব হিন্দু রেস্টুরেন্টের কন্ট্রোল্টার খাডে কোম্পানি, তারা প্রস্তাব দেয়, ওদের হোটেলের রান্না দেখাশোনা তদারক করার জন্য দেড়শো টাকা মাইনেতে নিযুক্ত হবার। তিন বছরের এগ্রিমেন্ট, খরচ সব রেলের— থাকা, খাওয়া, যাতায়াত, একজন চাকরও ওরা দেবে। বোম্বেতে ফ্রি কোয়ার্টার দেবে। রান্নার গুণে ওদের নাম প্রতিষ্ঠা পেলে হাজারিকে একটা অংশও ওরা দেবে। হাজারি সম্মত হয়। টাকার থেকেও বড় হোটেল ব্যবসায় অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ। পাঁচটা দেশ দেখা, পাঁচ জনের মান খাতির পাওয়া, নতুন জীবনের আশ্বাদ লাভ এটাই মুখ্য। আর একটি উদ্দেশ্যের কথা নিজেই জানিয়েছে —

“জান মা, বড় বড় হোটেল কি করে চালায়, একবার নিজের চোখে দেখে আসি। আমার ত ঐ বাতিক, ব্যবসাতে যখন নেমেছি, তখন ওর মধ্যে যা কিছু আছে শিখে নিয়ে তবে ছাড়ব।”^{১৬}

আসলে একটা ‘আদর্শ’ নির্মাণ সহজ নয়। অনেক দেশ, মানুষ, মানুষের চাহিদা জেনে নিয়ে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আমরা আগেই বলেছি, এটা হাজারির একটা ‘ড্রিম প্রজেক্ট’। তা বাস্তবায়নের জন্য সময় দরকার, পরিশ্রম দরকার, অর্থ দরকার, ভালো লোকের দরকার, ভালো রান্না-খাবার দরকার, খদ্দেরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার দরকার, সঠিক প্রচার দরকার। সর্বোপরি ভালো মানুষ দরকার। উপন্যাসের কোথাও হাজারির কণ্ঠ থেকে একটিও নেতিবাচক, অশালীন কথা পাইনি। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। নিষ্ঠাসহ স্নানাদি পূজার্চনা করেই দেবতার সেবার অন্ন রন্ধন করেন। তাতে নিষ্ঠা আছে, ত্যাগ আছে, সেবা আছে, প্রেম আছে, দয়া আছে, মনুষ্যত্ব আছে। এই নিষ্ঠার মর্যাদা হাজারি উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের কাছ থেকেই পেয়েছে। ‘আদর্শ’ কিছু নির্মাণ করতে গেলে এই উপন্যাসটি আমাদের আদর্শ হয়েই থাকবে। স্বপ্নের প্রতি একনিষ্ঠ থাকলে, সততার সঙ্গে শ্রম দিলে সেই আদর্শে পৌঁছানো যায়। এরকম উপন্যাস শতাব্দীতে হয়ত একটিই লেখা হয়। এই ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ এর মধ্যে জাতিগত, ধর্মগত, একটি তাৎপর্য আছে। একে সামনে রেখেই আদর্শ মুসলিম হোটেল, আদর্শ জৈন হোটেল, বৌদ্ধ হোটেল ইত্যাদি। দেশীয় তাৎপর্যে আদর্শ ভারতীয় হোটেল, আদর্শ চিনা হোটেল, আদর্শ জাপানি হোটেল। প্রাদেশিকতার তাৎপর্যেও আদর্শ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্ম-জাতি, দেশ, প্রাদেশিকতার সাংস্কৃতিক চিহ্নকে বজায় রাখা হয়। ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ এর কাহিনি যে ব্যঞ্জনা দিয়ে শেষ হল, আমরা জানি না হাজারি আগামি তিন বছর কী অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসবেন। সেই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে আরো বৃহত্তর তাৎপর্যে হোটেল চালু করা যায় কিনা তার নিশ্চয়ই প্রয়াস থাকবে। সেই আদর্শ যে বাংলা, বৃহত্তর ভারতে, বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। একটু দৃষ্টিপাত করলেই হোটেল থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আদর্শ হিন্দু-হোটেল*, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা - ১২, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৩

২. তদেব, পৃ. ৮
৩. তদেব, পৃ. ৮
৪. তদেব, পৃ. ৮
৫. তদেব, পৃ. ৫৪
৬. তদেব, পৃ. ৬৮
৭. তদেব, পৃ. ৬৮
৮. তদেব, পৃ. ১৫১
৯. তদেব, পৃ. ৯৬
১০. তদেব, পৃ. ৯৭
১১. তদেব, পৃ. ১০৩
১২. তদেব, পৃ. ১২০
১৩. তদেব, পৃ. ১৫৩
১৪. তদেব, পৃ. ১৫৩
১৫. তদেব, পৃ. ২১৫
১৬. তদেব, পৃ. ২১১